সৎ চরিত্রের বরকত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকালে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত নসীব হবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আযকার, ১০/১৬৩, হাদীস নং-১৭০২২)**

শাফায়াত করে হাশর মে জু রযা কি,
সিওয়া তেরে কিস কো ইয়ে কুদরত মিলি হে। **(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! اُذْكُرُوا الله! تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ❁ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৎ-চরিত্রের বরকত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন জানতে পারলেন যে, নজদের (বর্তমান রিয়াদ) একজন প্রসিদ্ধ বাহাদুর "দু'শুর বিন হারিস মুহারিবী" মদীনায় হামলা করার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করলো, তখন **হুযুর পূরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চারশত সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলেন। দু'শুর যখন এই সংবাদ পেলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের শহরে এসে গেছে তখন সে পালিয়ে গেলো এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পাহাড়ে উঠে গেলো, কিন্তু তার বাহিনীর এক লোক "হাব্বান" গ্রেফতার হয়ে গেলো এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে ইসলাম কবুল করলো। ঘটনাক্রমে সেইদিন প্রবল বৃষ্টি হয়েছিলো। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি গাছের নিকটে নিজের কাপড় শুকাতে লাগলেন। পাহাড়ের উপর থেকে অমুসলিমরা দেখলো যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একাকী, তখন তারা দু'শুরকে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর আক্রমন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলো, দু'শুর বললো: "যদি আমি **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে

www.dawateislami.net

হত্যা করতে না পারি, তবে **আল্লাহ পাক** আমাকে হত্যা করে দিক" এই কথা বলে তরবারি নিয়ে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে অগ্রসর হলো, এমনকি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা মুবারকের উপর তরবারি উঠিয়ে বললো: এবার আমার থেকে আপনাকে কে বাঁচাবে? **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ তায়ালাই আমাকে তোমার হাত থেকে বাঁচাবে"**। এতটুকু বলতেই হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام দ্রুত পৃথিবীতে এসে দু'শুরের বুকে এমন ঘুষি দিলেন যে, তলোয়ার তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্রুত তলোয়ার উঠিয়ে নিলেন এবং ইরশাদ করলেন: **"এবার আমার থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?"** দু'শুর বললো: আমাকে আপনার হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না! **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তার অসহায়ত্বের প্রতি দয়া হলো, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু তার দোষ ক্ষমা করলেন না বরং তার তলোয়ারও তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দু'শুর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দয়াদ্র আচরণের প্রতি এতোই প্রভাবিত হলো যে, কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো এবং নিজের সম্প্রদায়ের নিকট এসে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলো।

(আল মাওয়াহিব লিদ দুনিয়া মাআ শরহে যুরকানী, বাবু গযওয়াতি গাতফান, ২/৩৭৮-৩৮১ পৃষ্ঠা)

তেরে আখলাক পর কোরবাঁ তেরে আওসাফ পর ওয়ারী
মুসলমাঁ কিয়া আদুও ভি তেরা কায়িল ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

পঙতিটির ব্যাখ্যা: অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উত্তম চরিত্র এবং উন্নত গুণাবলীর প্রতি উৎসর্গীত যে, আপন তো আপনই, পররাও আপনার সুন্দর চরিত্র এবং প্রসংসিত গুণাবলীর প্রতি প্রভাবিত ছিলো।

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র কিরূপ অনন্য ছিলো! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ক্ষমতা থাকার পরও নিজের সত্বার জন্য কখনো প্রতিশোধ নিতেন না, বরং মন্দের প্রতিত্তোর উত্তম রূপেই দিয়েছেন, এমনকি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর রক্ত পিপাসুদের সাথেও এমন নম্র আচরণ করতেন যে, তারা তাঁর সুন্দর আচরনে প্রভাবিত হয়ে যেতো, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় প্রকাশিত হলো, দু'শুর যে কিনা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণের শত্রু ছিলো কিন্তু যখন সে **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমা এবং দয়াদ্র

www.dawateislami.net

চরিত্রের শান প্রত্যক্ষ করলো তখন সে প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারলো না এবং দ্রুত কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো। জানা গেলো! উত্তম চরিত্র হচ্ছে মনকে জিতে নেয়ার অনন্য পন্থা এবং এটি এমন এক পন্থা যা প্রত্যেক মানুষের জন্য উপকারী, কেননা উত্তম চরিত্রের জন্য না কোন টাকা খরচ করতে হয়, না এতে কোন ক্ষতি রয়েছে।

সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগের বরকত

মুবাল্লিগদের সৎ-চরিত্রবান হওয়া খুবই প্রয়োজন, কেননা সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগরা মসজিদ ভরো সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগের বরকতে এলাকায় মাদানী কাজের সাড়া পরে যায়, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুনামের উপলক্ষ্য হয়, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগের বরকতে চারিদিকে মাদানী কাফেলার বসন্ত এসে যায়, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগ নতুন ইসলামী ভাইদের সহজেই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগকে একজন সফল যিম্মাদার বলা হয়, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগকে ইনফিরাদী কৌশিশে কোনরূপ বিশেষ সমস্যায় পরতে হয়না, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে গুনাহগারদের তাওবা করার তৌফিক এবং অমুসলিমদের ইসলামের দৌলত নসীব হয়ে যায়, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগ ঘৃণার দেওয়াল ভেঙ্গে ভালবাসার পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগ অনৈক্য দূর করতে পারে, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগ অসন্তুষ্টদের সন্তুষ্ট করতে পারে, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লিগ পরস্পরের মধ্যে দূরত্বকে মিঠিয়ে ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করতে পারে, মোটকথা উত্তম চরিত্র অসংখ্য উপকারীতা অর্জনের উপায়, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো নম্রতা ও সৎ-চরিত্রকে নিজের আচরণের অংশ বানিয়ে নিই কিন্তু মনে রাখবেন! এটা আবশ্যক নয় যে, আমরা কারো সাথে মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করলে তবে সেও আনন্দচিত্তে আমাদের স্বাগতম জানাবে বরং সম্ভাবনা রয়েছে সম্বোধিত ব্যক্তি আমাদের মুচকি হাসিকে বিদ্রুপ মনে করে রাগান্বিত হয়ে যায় এবং অসভ্য আচরন করে বসে, সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে **আল্লাহ তায়ালা**র এই বাণীটির প্রতি গভীর মনোযোগ রাখা উচিৎ, যেমনটি ২৪তম পারার সূরা হা'মীম সাজদার ৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۳۴﴾

(পারা ২৪, সূরা হা'মীম সাজদা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং ভালো ও মন্দ সমান হয়ে যাবে না। হে শ্রোতা! মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো! তখনই ওই ব্যক্তি, যে তোমার মধ্যে ও তার শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মন্দকে কল্যাণে পরিবর্তন করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: যেমন; রাগকে ধৈর্য দ্বারা, অজ্ঞতাকে সহনশীলতা দ্বারা, অসদাচরনকে ক্ষমা দ্বারা, কেননা যদি কেউ তোমার সাথে মন্দ আচরন করে তবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। এই স্বভাবের সুফল এরূপ হবে যে, শত্রু বন্ধুর মতো হয়ে ভালবাসতে থাকবে। (খাযায়িনুল ইরফান, ৮৬০ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা আমাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে উপদেশের মাদানী ফুল প্রদান করেছেন:

তু নরমি কো আপনা ঝগড়ে মিটানা — রাহে গা সদা খোশনুমা মাদানী মাহোল
তু গুচ্চে ঝডকনে সে বাঁচানা ওয়াগর না — ইয়ে বদনাম হোগা তেরা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমান হোক বা অমুসলিম সবাই এই সত্যতাকে স্বীকার করে যে, ইসলাম সদাচরন এবং নম্রতার কারণেই প্রসারিত হয়েছে, আজ গোটা দুনিয়ায় আমরা ইসলামের যে সুন্দর বাগান চমকাতে দেখছি, তাতে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্র এবং তাঁর প্রশিক্ষিত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আর আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চরিত্র ও নম্রতা বিরাট একটি অংশ জুড়ে আছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজও সৎ-চরিত্রের বরকতে অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য হচ্ছে, আর মদ্যপায়ী, সূদখোর, পিতামাতার অবাধ্য, পাপাচারী, সিনেমা নাটক দেখা এবং গান বাজনা শ্রবনকারী, ফ্যাশন পুজারী, একে অপরের রক্ত পিপাসু, সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, বদ আকীদা পোষণকারী লোকেরা এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জীবনে সত্যিকার অর্থে মাদানী পরিবর্তন সাধিত

www.dawateislami.net

হওয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত। আসুন! সৎ-চরিত্রের বরকত সম্বলিত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি।

মদ্যপায়ীর তাওবা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ **"ইহইয়াউল উলুম"** এর উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন যাকারিয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: একবার আমি ইবনে আয়েশা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি মাগরীবের নামাযের পর মসজিদ থেকে ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, পথে এক কুরাইশী যুবককে নেশায় মত্ত অবস্থায় দেখলেন, সে এক মহিলার সাথে আপত্তিকর আচরণ করছিলো, মহিলাটি চিৎকার করতে লাগলো, লোকেরা সেই যুবকের উপর ঝাপিয়ে পরলো, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আয়েশা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাকে চিনলেন এবং লোকেদের নিকট থেকে ছাড়িয়ে স্নেহভরে বুকের সাথে লাগালেন, নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ঘুম পাড়ালেন। সে যখন জাগ্রত হলো তখন তার নেশার ঘোর কেটে গেলো। তার নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সংগঠিত ঘটনা এবং পেটানোর কথা স্মরন হলো তখন সে লজ্জায় কাঁদতে লাগলো এবং চলে যেতে উদ্ধত হলো।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আয়েশা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাকে খুবই নম্রভাবে নেকীর দাওয়াত দিলেন এবং অনুভূতি জাগালেন যে, বৎস! **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করো এবং সর্বদার জন্য মদ্যপান করা ও অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করে নাও। সেই যুবক এরূপ সুন্দর নেকীর দাওয়াত শুনে খুবই লজ্জিত হলো এবং সে কেঁদে কেঁদে তাওবা করলো। মদ ও অন্যান্য গুনাহের কাছে না যাওয়ার ওয়াদা করলো। তিনি স্নেহভরে তার মাথায় চুমু খেলেন এবং সাহস যোগালেন। সে খুবই প্রভাবিত হলো, তাঁর সহচর্যে থাকতে লাগলো এবং হাদীসে মুবারাকা লিখার কাজে নিযুক্ত হয়ে গেলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/৪১১)**

আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ করি:

নেয়মতে আখলাক কর দেয়জিয়ে আতা,
ইয়ে করম ইয়া মুস্তাফা ফরমায়ে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি কিরূপ সুন্দর ছিলো এবং তিনি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত মুসলমানদের সংশোধনের পবিত্র প্রেরণায় উৎসর্গীত ছিলেন, তাইতো যখন তিনি একজন মদ্যপায়ীকে মানুষের পেঠানো থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিজের ঘরে নিয়ে আসলেন এবং যখন তার নেশা কেটে গেলো তখন খুবই নম্রভাবে নসীহতের মাদানী ফুল প্রদান করলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর মিষ্ট ভাষা, স্নেহভরা পদ্ধতি এবং সদাচরণ সেই মদ্যপায়ীর অন্তরে এমন গভীর প্রভাব পড়লো যে, সে মদ্যপান এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করে হযরত সায়িদুনা ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সহচর্যে থেকে হাদীসে পাকের খেদমতে ব্যস্ত হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যদি তার উপর চরাও হতেন এবং তাকে পেঠানোতে অংশগ্রহন করতেন, তার সাথে কঠোরতা অবলম্বন করতেন বা অসদাচরণ করতেন তবে একটু ভাবুন তো! এরপর কি সেই ব্যক্তির প্রতি তাঁর ইনফিরাদী কৌশিশ এবং উপদেশ কোন প্রভাব বিস্তার করতো? সে কি তার গুনাহ থেকে তাওবা করতো? তার কি সংশোধনের কোন উপলক্ষ্য হতো? গুনাহ থেকে কি সত্যিকার তাওবা করার মানসিকতা নসীব হতো? তার জীবনে কি সত্যিকার অর্থে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হতো? কখনোই হতো না! তবে যদি আমরা চাই যে, সমাজে সুন্নাতের মাদানী বাহার এসে যাক, গুনাহের আড্ডা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এবং মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যাক, মাদানী কাফেলার সাড়া পড়ে যাক, মুসলমানরা **আল্লাহ তায়ালা** এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আনুগত্য করে এই মাদানী উদ্দেশ্যকে আপন করে নিক যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" তবে আমাদের উচিৎ যে, যেই মুসলমানরা নামায এবং সুন্নাত থেকে দূরে সরে আছে বা বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত রয়েছে তাদের প্রেম ও ভালবাসা এবং নম্রতা ও স্নেহের সূধা পান করানো এবং সৎ-চরিত্রের মাধ্যমে তাদের মাদানী পরিবেশের নৈকট্যশীল করার চেষ্টা করা।

ভাল ও মন্দ চরিত্রের ফল

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: উত্তম চরিত্র অপরিচিতদেরতে আপন বানিয়ে দেয় এবং মন্দ চরিত্র আপনকে পর বানিয়ে দেয়। **(দ্বীন ও দুনিয়া কি আনোখি বা'তেঁ, ২৬৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হাদীসের কিতাব উত্তম চরিত্রের ফযীলত দ্বারা পরিপূর্ণ। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে চারটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: তোমরা মানুষকে তোমাদের সম্পদ দিয়ে খুশি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের প্রফুল্লচিত্ততা এবং সুন্দর আচরণ তাদের খুশি করতে পারবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুসনুল খুলক, ৬/২৫৩, হাদীস নং-৮০৫৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাদের আমলের পাল্লায় উত্তম চরিত্র থেকে বেশী ভারী আর কোন আমল হবে না।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফি হুসনিল খুলক, ৩/৪০৩, হাদীস নং-২০০৯)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: ঈমানে বেশী কামিল হলো সেই মুমিন, যার চরিত্র বেশী উত্তম।

(আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪/২৯০, হাদীস নং-৪৬৮২)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকটবর্তী লোক সেই হবে, যার চরিত্র সবচেয়ে বেশী উত্তম হবে। (তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, মা'জা ফি মাআলিল আখলাক, ৩/৪০৯, হাদীস নং-২০২৫)

আখলাক হোঁ আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুতরা, মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানা দে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা, উত্তম চরিত্রের কিরূপ বরকত, উত্তম চরিত্র দ্বারা মানুষ খুশি হয়, উত্তম চরিত্র কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী ভারী হবে, উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি হচ্ছে কামিল মুমিন, উত্তম চরিত্রবানদের কিয়ামতের দিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য নসীব হবে। উত্তম চরিত্রের এরূপ ফযীলত ও বরকত শুনে আশা করা যায় যে, আমাদেরও উত্তম চরিত্রকে আপন করে নেয়ার মানসিকতা জন্মেছে কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, উত্তম চরিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তাই আসুন শ্রবন করি যে, উত্তম চরিত্র কাকে বলে?

উত্তম চরিত্র কাকে বলে?

এক ব্যক্তি **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সামনে এই আয়াতে মুবারাকাটি তিলাওয়াত করলেন:

www.dawateislami.net

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশকিল কোশা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উত্তম চরিত্র সম্পর্কে নির্দেশনা দিবো না? আমি আরয করলাম: অবশ্যই ইরশাদ করুন: **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তুমি তাকে দান করো, যে তোমার প্রতি অত্যাচার করবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তুমি তার সাথে সম্পর্ক জোড়া লাগাও।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি সীলাতুল আরহাম, ৬/২২১, হাদীস নং-৭৯৫৬)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আনন্দচিত্তে সাক্ষাৎ করা, কল্যাণময় কাজ করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া, উত্তম চরিত্রের অর্ন্তভূক্ত। **(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফি হুসনিল খুলক, ৩/৪০৪, হাদীস নং-২০১২)**

হো আখলাক আচ্ছা হো কিরদার সুতরা, মুঝে মুত্তাকী তু বানানা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তম চরিত্রের বরকত এটাও যে, যার ব্যক্তিত্ব উত্তম চরিত্রের গুণাবলী সম্বলিত হবে, সে ততই সফলতার ধাপ অতিক্রম করতে থাকে এবং অনেক উপকৃত হয়। এই বিষয়টিকে এভাবে বুঝুন যে, কিছু দোকানদারের দোকানে গ্রাহকের প্রচন্ড ভীড় থাকে এবং অসংখ্য গ্রাহক তার দোকানেই ভীড় করে ও সদায় কিনে, তার সফল দোকানদারির একটি গোপন বিষয় এটাও যে, সে তার গ্রাহকের সাথে খুবই উত্তম আচরণ করে, তাদের চা, বিস্কিট এবং ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি দ্বারা মেহমানদারী করে থাকে, গ্রাহক একটি জিনিষ দেখাতে বললে সে দশটি জিনিষ তাদের সামনে রাখে। মোটকথা গ্রাহকের (Customer) সাথে তার আচরণ এমন সুন্দর হয় যে, তারা কিছু না কিনে যেতে পারে না, যদিওবা

www.dawateislami.net

কোন গ্রাহক দোকানদারের সাথে খারাপ আচরণও করে, তবুও দোকানদার তা আনন্দচিত্তে সহ্য করে নেয় এবং গ্রাহকের মন ভাঙ্গে না। এবার একটু আমাদের হিসাবটা করি যে, নতুন ইসলামী ভাইদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করার সময় কি আমাদের পদ্ধতিও এরূপ সুন্দর হয়? ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় কি আমাদের মুখেও মুচকি হাসি থাকে? আমরা কি নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সময় কোন উপহার যেমন; মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা পেশ করি? আমাদের আচরণে প্রভাবিত হয়ে কি আজ পর্যন্ত কেউ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বা কোন বিগড়ে যাওয়া ব্যক্তির তাওবার তৌফিক নসীব হয়েছে? আমরা কি কখনো আমাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারীর কঠোরতাকে আনন্দচিত্তে সহ্য করেছি নাকি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ ইটের বিপরীতে পাথর মেরে অজ্ঞতামূলক আচরণ করেছি? আমাদের আচরণ তো এতোই সুন্দর হওয়া উচিৎ যে, প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ দিয়ে অবলিলায় যেনো বের হয়ে যায়, গোলামানে রাসূলের চরিত্রের এই অবস্থা তবে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের অবস্থা কিরূপ হবে। মনে রাখবেন! উত্তম চরিত্রের বরকত শুধু চরিত্রবান লোক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার সন্তানেরাও এর উপকারীতা অর্জন করে থাকে।

পিতার উত্তম চরিত্রের বিনিময়ে কন্যার মুক্তি!

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট তাইয়ি সম্প্রদায়ের বন্দিদের আনা হলো, তখন এক মহিলা বন্দি দাঁড়িয়ে আরয করলো: হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! যদি আপনি উত্তম মনে করেন তবে আমাকে মুক্ত করে দিন এবং আরব সম্প্রদায়কে আমার প্রতি হাসাবেন না, কেননা আমি আমার সম্প্রদায়ের সর্দার হাতেম তাইয়ের কন্যা আর নিশ্চয় আমার পিতা নিজ সম্প্রদায়কে সমর্থন করতো, বন্দিদের মুক্ত করতো, ক্ষুধার্তদের খাওয়াতো, পান করাতো, সালামকে প্রসার করতো এবং কোন চাহিদা সম্পন্নদেরকে কখনো ফিরিয়ে দিতো না। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে মেয়ে! এটাতো সত্যিকার ঈমানদারদের গুণ। যদি তোমার পিতা মুসলমান হতো তবে আমি অবশ্যই তার জন্য রহমতের দোয়া করতাম। (অতঃপর ইরশাদ করলন:) এই মেয়েটিকে মুক্ত করে দাও কেননা তার পিতা উত্তম চরিত্রকে

www.dawateislami.net

পছন্দ করতো এবং **আল্লাহ তায়ালা**ও উত্তম চরিত্রকে পছন্দ করে। ঐ পবিত্র সত্বার শপথ! যার কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ! জান্নাতে শুধুমাত্র উত্তম চরিত্রবানরাই প্রবেশ করবে। (নাওয়াদুল উসুল, আল উসুলুস সানি ওয়াত তিসউনা ওয়াল মিয়তি, ২/৭২৭, হাদীস নং-১০০১)

মেরে আখলাক আচ্ছি হোঁ মেরে সব কাম আচ্ছি হো
বানা দো মুঝ কো তুম পাবন্দে সুন্নাত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা, **রাব্বে করীম** এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্র কিরূপ পছন্দনীয় যে, হাতেম তাই যে কিনা অমুসলিম ছিলো কিন্তু তার উত্তম চরিত্রের কারণে তার মেয়ে গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো। একটু ভাবুন যে, এবার যে মুসলমান উত্তম চরিত্রের বরকতে মালামাল হবে তবে তাকে এবং তার সন্তানদের এর কিরূপ বরকত নসীব হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ আমাদের উত্তম চরিত্রবান বানাতে এবং এর উপর সর্বদা অটল থাকার মাদানী মানসিকতা প্রদান করে থাকে, সুতরাং অসৎ চরিত্রকে পিছু ছাড়াতে এবং সৎ চরিত্রের সৌন্দর্য দ্বারা নিজেকে সাজাতে আমাদের **১২**টি মাদানী কাজে লিপ্ত থাকা উচিৎ। **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"**য় পড়ানো বা পড়া।

❁ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সঠিক মাখরাজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করা নসীব হয়। ❁ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** নামায, ওযু এবং গোসল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শেখার উত্তম উপায়। ❁ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় উপস্থিতির বরকতে সৎসঙ্গ সহজলভ্য হয়। ❁ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে কোরআনে করীম পাঠ করার ও শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ❁ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে ইলমে দ্বীনের দৌলত নসীব হয়। ❁ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে উত্তম চরিত্র অবলম্বনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ❁ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে

www.dawateislami.net

মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয় এবং মসজিদে বসা **রব তায়ালা**র কিরূপ পছন্দনীয়, তার অনুমান এই হাদীসে পাক থেকে করুন। যেমনটি **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মসজিদের সাথে ভালবাসা পোষন করে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে প্রিয় বানিয়ে নেন। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, ২/১৩৫, নম্বর-২০৩১)

আসুন! **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদারাসাতুল মদীনা**য় পড়ার বরকত সম্বলিত একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

কু-দৃষ্টির অভ্যাস থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি সিনেমা নাটক দেখতাম গান বাজনা শুনতাম এবং কুদৃষ্টির অভ্যাস ছিলো আর নিয়মিত নামাযেরও মানসিকতা ছিলো না। ঘটনাক্রমে একবার আমার সাক্ষাৎ সাদা পোষাক পরিহিত সবুজ পাগড়ী সজ্জিত একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হলো, তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলো, আমিও দাওয়াত গ্রহন করে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়তে শুরু করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করা আমার অভ্যাসে পরিনত হলো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও হয়ে গেলাম। নামায এবং মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখন আমি সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি গুনাহ ছেড়ে দিয়েছি এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নামাযী বানানোর চেষ্টা করছি।

আগর সুন্নাতঁ সিখনে কা হে জযবা
বুড়ে সোহবতোঁ সে কানারা কাশী করকে
সনওয়ার জায়ে গী আখিরাত اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ
গর আয়ে শরাবী মিঠে হার খারাবী
দোয়া হে ইয়ে তুঝ সে দিল এ্যয়সা লাগা দেয়
গুনাহগারো আ'ও সীয়াকারো আ'ও

তুম আ'জাও দেগা সিখা মাদানী মাহোল
আচ্ছোঁ কে পাস আ'কে পা মাদানী মাহোল
তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল
ছড়ায়ে গা এ্যয়সা নাশা মাদানী মাহোল
না ছুটে কাভী ভি খোদা মাদানী মাহোল
গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬-৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তাঁদের সুন্দর চরিত্র দ্বারা যেভাবে বিগড়ে যাওয়া মানুষের সংশোধনের দ্বায়িত্ব পালন করেছেন, তা অতুলনীয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ উম্মতের সংশোধন এবং নেকীর দাওয়াতের মুবারক ধারাবাহিকতা এখনো চলমান আর বর্তমানের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগেও এমন নেককার ব্যক্তিত্ব এই দুনিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে যে, যাঁদের উত্তম চরিত্রের বরকতে অসংখ্য মানুষের সংশোধন হচ্ছে এবং অমুসলিমরা ইসলাম কবুল করছে। এসব ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন হলেন পনেরশত শতাব্দির মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বরকতময় সত্বা, যাঁর রাত দিনের প্রচেষ্টা এবং উত্তম চরিত্রের বদৌলতে অসংখ্য মানুষের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জি হ্যাঁ! এর উদাহরন যদি আপনি নিজের চোখে দেখতে চান তবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশকে দেখে নিন, দুনিয়া জুড়ে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারার ইজতিমায় জমা হওয়া হাজারো আশিকানে রাসূলের ভীড় এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, এটি কোন মহান ব্যক্তিত্বের ফয়য, জি হ্যাঁ! উৎসর্গীত হয়ে যান, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে জানি না কতযে লোক গুনাহ থেকে তাওবা করলো, যারা সমাজে ঘৃনিত ছিলো কিন্তু আজ তাদের আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্নেহময় আঁচলে আবদ্ধ করে নিয়েছেন, তাঁর উত্তম চরিত্রের মুবারক ঝলক যখন কোন বেনামাযীর প্রতি পড়লো তখন তাকে শুধু নামাযী নয় বরং ইমামতির জায়নামাযে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যে নিজে সঠিকভাবে কোরআন পড়তে পারতো না, তাঁর উত্তম চরিত্রের সুবাশ তাকে ক্বারী বানিয়ে দিলো, যে গতকাল পর্যন্ত ইলমে দ্বীন অর্জন করা থেকে বঞ্চিত ছিলো, তাঁর উত্তম চরিত্রের ঘ্রাণ তার মানসিকতাকেও সুবাশিত করে দিলো এভং কাউকে মুফতি, কাউকে শায়খুল হাদীস বানিয়ে দিলো। জি হ্যাঁ! আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক চরিত্রকে সালাম জানিয়ে একজন আলিমে দ্বীন কতইনা সুন্দর বলেছেন!!!

www.dawateislami.net

মসলক কা তু ইমাম হে ইলইয়াস কাদেরী
আমেরীকা, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা হার যমীঁ
ফিকরে রযা কো কর দিয়া আ'লম পে আ'শকার
সুন্নাত কি খুশবোঁ সে যামানা মেহেক উঠা
তানহা চলা তো সাথ তেরে হো গিয়া জাহাঁ

তাদবীর তেরী তা'ম হে ইলইয়াস কাদেরী
করতি তুঝে সালাম হে ইলইয়াস কাদেরী
ইয়ে তেরা উঁচা কা'ম হে ইলইয়াস কাদেরী
ফয়যান তেরা আ'ম হে ইলইয়াস কাদেরী
মিঠা তেরা কালাম হে ইলইয়াস কাদেরী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ তায়ালা, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উত্তম চরিত্র মুবারকের সদকা আমাদেরও নসীব করুক, আহ! আমাদের ধমকানোর অভ্যাস দূর হয়ে যাক এবং নম্রতা, নম্রতা ও নম্রতা নসীব হোক, আমাদের কথাবার্তাও নম্র ও মিষ্ট হয়ে যাক।

আসুন! এই ওলীয়ে কামিলের চরিত্রের প্রতি প্রভাবিত হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়া একজন ইসলামী ভাইয়ের মাদানী বাহার শুনুন এবং এ থেকে অর্জিত হওয়া মাদানী ফুলসমূহ অন্তরের মাদানী ফুলদানিতে সাজানো চেষ্টা করুন।

চরম ধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ

এটি ঐ সময়কার ঘটনা যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা দা'ওয়াতের ইসলামীর প্রথম মারকায **"গুলযারে হাবীব মসজিদ"** গুলশানে শফী উকারভী (সোলযার বাজার) বাবুল মদীনা করাচীতে ছিলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইজতিমায় অংশগ্রহন করার জন্য ইসলামী ভাইদের সাথে যখন সিনেমা হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক যুবক সিনেমা টিকেট নেয়ার জন্য লাইনে দাড়ানো অবস্থা থেকে (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ) চিৎকার করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে উদ্দেশ্য করে বললো: "মাওলানা খুবই ভাল একটা সিনেমা চলছে, এসে দেখে নাও।" তাঁর সাথের ইসলামী ভাইয়েরা রাগান্বিত হয়ে কিছু করার পূর্বেই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাকে উচ্চ স্বরে সালাম করলো এবং কাছে গিয়ে খুবই নম্রতার সহিত ইনফিরাদি কৌশিশ করে বললেন: বৎস! আমি সিনেমা দেখিনা, তবে আপনি যখন আমাকে দাওয়াত করেছেন তখন আমিও ভাবলাম যে আপনাকেও দাওয়াত দিই! এখনই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গুলযারে হাবীব মসজিদে সুন্নাতে ভরা বয়ান হবে,

www.dawateislami.net

আপনাকে অংশগ্রহন করার অনুরোধ করছি, যদি আপনি এখন আসতে না পারেন তবে অন্য কখনো অবশ্যই আসবেন। অতঃপর তিনি তাকে একটি আতরের বোতল উপহার দিলেন। কয়েক বছর পর আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে সুন্নাতের অনুসারী এক ইসলামী ভাই সবুজ পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হলো এবং কিছুটা এভাবে আরয করলো: হুযুর! কয়েক বছর পূর্বে এক যুবক আপনাকে (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ) সিনেমা দেখার দাওয়াত দিয়েছিলো এবং আপনি চরম ধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়ে অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ইজতিমায় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেই যুবক হলাম আমি। আমি আপনার সুন্দর চরিত্রে প্রভাবিত হয়েছি এবং একদিন ইজতিমায় এসে গেছি, অতঃপর আপনার দয়ার দৃষ্টি পড়ে গেলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি গুনাহ থেকে তাওবা করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। (তা'রুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইনফিরাদী কৌশিশ করার পদ্ধতিও কতইনা অনন্য ছিলো! যদি তিনি সেই মূর্খের অসৌজন্যমূলক আচরণে রাগ করে চলে আসতেন অথবা কোন কড়া কথা বলতেন তবে কখনোও এরূপ মাদানী প্রতিফল আসতো না, সুতরাং যদি আমরাও উম্মতের সংশোধনের মনোভাব পোষণ করি তবে সুন্দর আচরণ, বিনয়, ধৈর্য এবং নম্রতাকে নিজের স্বভাবে অর্ন্তভূক্ত করে নিই, কেননা অসৎ চরিত্র আমলকেও নষ্ট করে দেয়।

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উত্তম চরিত্র গুনাহকে এমনভাবে গলিয়ে দেয়, যেমনভাবে পানি বরফকে গলিয়ে দেয় এবং অসৎ চরিত্র আমলকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয়, যেমনভাবে সিরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।

(মু'জামুল কবীর, ১০/৩১৯, হাদীস নং-১০৭৭৭)

আসুন! অসৎ চরিত্রের কয়েকটি দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

অসৎ চরিত্রের দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সমূহ

❁ অসৎ চরিত্র হচ্ছে ধ্বংস, ❁ অসৎ চরিত্র স্বংয় নিজেই মন্দ আমল এবং অসংখ্য মন্দ আমলে মাধ্যম। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪২৬) ❁ মিথ্যা, খেয়ানত, ওয়াদা খেলাফী সবই অসৎ চরিত্রের শাখা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৩৬) ❁ অসৎ চরিত্র পরস্পরের

www.dawateislami.net

মধ্যে অনৈক্যের কারণ। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৬৯) ❁ অসৎ চরিত্র পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও হিংসা এবং দূরত্ব সৃষ্টি করে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৬৯) ❁ অসৎ চরিত্র থেকে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল আখলাক, কসমুল আকওয়াল, ৩য় অংশ, ২/১৭৮, হাদীস নং-৭৩৪৩) ❁ অসৎ চরিত্র যদি মানুষের আকৃতিতে হতো তবে তা খুবই খারাপ লোক হতো। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, আল ফসলুল আউয়াল, ৩য় অংশ, ২/১৭৮, হাদীস নং-৭৩৫১) ❁ **আল্লাহ তায়ালার** নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে অসৎ চরিত্র। (জামেউল আহাদীস, ১৯/৪০৬, হাদীস নং-১৪৯২২) ❁ নিশ্চয় নির্লজ্জতা এবং অসৎ চরিত্রের সাথে ইসলামের কোন কিছুরই সম্পর্ক নেই। (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আল বসিরাইন, হাদীস আবী আব্দুর রহমান, ৭/৪৩১, হাদীস নং-২০৯৯৭) ❁ অসৎ চরিত্র নেকীর দাওয়াতে অনেক বড় প্রতিবন্ধক, ❁ অসৎ চরিত্রের কারণে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর মাঝে তালাক হয়ে যায়, ❁ অসৎ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতায় পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। ❁ অসৎ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতায় কোন আশিকে রাসূল বরং পুরো খান্দানই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ থেকে দূর হয়ে যেতে পারে। ❁ অসৎ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতা দু'টি বংশের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়। ❁ অসৎ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতা নৈকট্যেশীলদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়। ❁ অসৎ চরিত্রবান একটি গুনাহ থেকে তাওবা করলেও আরেকটি এর চেয়েও বড় গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। (জা'মেউল আহাদীস লিস সুয়ুতী, কসমুল আকওয়াল, ২/৩৭৫, হাদীস নং-৬০৬৪) ❁ অসৎ চরিত্রবান ব্যক্তিকে বারবার বিফলতার সম্মূখিন হতে হয়, মোটকথা অসৎ চরিত্র অসংখ্য মন্দের সমষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসযজ্ঞতার কারণ। **আল্লাহ তায়ালা** সকল মুসলমানকে মন্দ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে নিরাপদ রাখুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাগতে হে সুন লে বদ আখলাক ইনসান সে ভি,
মুসকুরা কর সব সে মিলনা দিল সে করনা আযীযি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষন আমরা অসৎ চরিত্রের দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সম্পর্কে শুনলাম, আহ! তা শুনে যদি আমাদের অন্তরেও এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং আমাদের তাওবা করার মানসিকতা নসীব হয়ে যেতো। আসুন!

www.dawateislami.net

এবার আমরা সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে ১৪টি পদ্ধতি শ্রবণ করে এর উপর আমল করার নিয়্যত করে নিই:

সৎ চরিত্র অবলম্বনের অভ্যাস গড়ার পদ্ধতি

(১) সৎ চরিত্রের অনুসারী হতে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে কান্না করুন এবং নিজের দু'হাত উঠিয়ে অশ্রুসজল নয়নে অসৎ চরিত্র থেকে পরিত্রাণের দোয়া করুন। (২) সৎ চরিত্রের ফযীলত এবং অসৎ চরিত্রের ক্ষতি সম্বলিত হাদীসে মুবারাকা, বিভিন্ন বর্ণনা, ঘটনাবলী এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণীসমূহ বারবার পাঠ করুন এবং শুনুন। (৩) দিনের অধিকাংশ সময় চুপ থাকুন এবং যথা সম্ভব লিখে বা ইশারায় কথাবার্তা বলার অভ্যাস গড়ুন। (৪) নিয়মিত কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ কোরআনে করীম তিলাওয়াত এবং পাশাপাশি তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান বা নূরুল ইরফান বা সীরাতুল জিনান পাঠ করার অভ্যাস বানিয়ে নিন। (৫) খারাপ লোকদের সহচর্য থেকে দূরে থাকুন। (৬) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং ১২টি মাদানী কাজকে আপনার নিত্য সঙ্গী বানিয়ে নিন। (৭) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা নিয়মিত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনার অভ্যাস গড়ে নিন। (৮) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সাথে একসাথে ১২মাসের, প্রতি ১২মাসে এক মাসের এবং প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পুরণ করুন। (৯) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে অনুষ্ঠিত ফয়যানে ফরয উলুম কোর্স, চরিত্র সংশোধন কোর্স অর্থাৎ "**আমল সংশোধন কোর্স, ১২ মাদানী কাজ কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স, মাদানী তরবিয়তি কোর্স**" করে নিন। (১০) মাদানী চ্যানেলে প্রচারিত ইলমে দ্বীনের সৌরভ সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানমালা দেখতে থাকুন। (১১) কোন কামিল পীরের নিকট মুরীদ হয়ে যান, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাঝে কামিল পীরের সকল শর্তবলী বিদ্যমান, সুতরাং আমাদেরও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে মুরীদ হয়ে গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ গোলামদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাওয়া

www.dawateislami.net

উচিৎ। (১২) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিভাগ সমূহের মধ্যে নিজের খেদমত পেশ করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই পদ্ধতি গুলোর উপর আমল করার বরকতে অসৎ চরিত্র দূর হয়ে যাবে এবং সৎ চরিত্র অবলম্বনের মানসিকতা তৈরী হবে। (১৩) **"হুসনে আখলাক, ইহতিরামে মুসলিম** এবং **সুন্দর আচরণ"** রিসালাগুলো অধ্যয়ন করুন। (১৪) **ইহইয়াউল উলুম** থেকে **"সুন্দর চরিত্রের বর্ণনা"** অধ্যয়ন করুন। আসুন! **রাব্বে করীম** عَزَّوَجَلَّ এর দরবারে দোয়া করি:

তু আতা হিলম কি ভিক কর দেয় মেরে আখলাক ভি ঠিক কর দেয়
তুঝ কো ফারুক কা ওয়াসেতা হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

মজলিশ মাদানী মুযাকারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৪টিরও বেশী বিভাগে সুন্নাতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী মুযাকারা মজলিশ"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"জ্ঞান হচ্ছে অসংখ্য গুপ্তধনের সমষ্টি, যা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন"** এই উক্তিকে বাস্তবে রুপান্তরিত করতে প্রশ্নোত্তরের একটি ধারাবাহিকতা শুরু করেন, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"মাদানী মুযাকারা"** বলা হয়। আশিকানে রাসূলরা মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আক্বীদা ও আমল, ফযিলত, শরীয়ত ও তরিকত, ইতিহাস ও চরিত্র, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নৈতিকতা ও ইসলামী জ্ঞান, আর্থসামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **"মাদানী মুযাকারা মজলিশ"** এর অধীনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত এরূপ চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের সুবাশিত করতে এই মাদানী মুযাকারাকে লিখিত রিসালা,

www.dawateislami.net

ভিডিও সিডি (VCDs) এবং মেমোরি কার্ডের (Memory Cards) মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৎ চরিত্রের ফযীলত এবং অসৎ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতা শুনে নিশ্চয় আমাদের মানসিকতা তৈরী হয়েছে যে, আমাদেরও সৎ চরিত্রবান হতে হবে, অসৎ চরিত্র থেকে সর্বদার জন্য পিছু ছাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। অসৎ চরিত্র থেকে বাঁচার কিছু পদ্ধতিও আমরা শুনলাম, আসুন! এখনই অসৎ চরিত্র থেকে মুক্তির জন্য দোয়াও করে নিই বরং সম্ভব হলে এই দোয়াটি মুখস্ত করে নিন, যেনো আমরা বারবার দোয়া করতে পারি এবং এই দোয়ার বরকতে আমাদের সৎ চরিত্রের দৌলত নসীব হবে।

অসৎ চরিত্র থেকে মুক্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ، وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ۔

(তিরমিযী, আহাদীসে শাত্তী, বাবু দোয়াআ উম্মে সালামা, ৫/৩৪০, হাদীস নং-৩৬০২)

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ!** আমি অসৎ চরিত্র, মন্দ আমল এবং খারাপ প্রবৃত্তি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা উত্তম চরিত্রের বরকত সম্পর্কে শুনলাম যে,

- সৎ চরিত্র **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যের উপায়।
- সৎ চরিত্রবান ব্যক্তিই কামিল মুমিন।
- সৎ চরিত্র হচ্ছে কারো মন খুশি করার উত্তম উপায়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে গুনাহে লিপ্ত লোকদের সংশোধনের উপলক্ষ্য হয়ে যায়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে অমুসলিমদেরও ঈমানে দৌলত নসীব হয়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে দ্বীনের কাঝে কুবই উন্নতি সাধিত হয়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে শত্রুও বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে ইনফিরাদী কৌশিশে সমস্য হয় না।
- সৎ চরিত্রের বরকত সন্তানদেরও নসীব হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরও সৎ চরিত্রের অশেষ দৌলত দ্বারা ধন্য করুন এবং অসৎ চরিত্র থেকে আমাদের হিফাযত করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ, নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বাবরী চুল রাখা এবং মাথার চুলের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে বাবরী চুল রাখা এবং মাথার চুলের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ❁ **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক (চুলের গোছা) কখনো কান মোবারকের অর্ধেক পর্যন্ত, ❁ কখনো কান মোবারকের লতি পর্যন্ত এবং ❁ কখনো চুল মোবারক বেড়ে যেত তখন সেগুলো কাধ মোবারক দু'টিকে স্পর্শ করত। **(আশ শামায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিতিরমিযী, ১৮, ৩৫, ৩৪ পৃষ্ঠা)** ❁ সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্‌তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: পুরুষের জন্য মহিলাদের মত চুল লম্বা করা জায়িয নেই। কিছু মানুষ সুফী সাজার জন্য লম্বা লম্বা চুল রাখে, যা তাদের বুকে সাপের মত ঝুলে থাকে, আর কিছু (মহিলাদের মত) খোপা করে আর অনেকে জট বানায় এগুলো নাজায়িয এবং শরীয়তের পরিপন্থি। চুল লম্বা করা, রং বেরঙের কাপড় পরিধানের নাম (সুফী দর্শন) নয়, বরং **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পূর্ণ অনুসরণ এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করার নাম। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৮৭)** ❁ ছোট মেয়েদের চুলও পুরুষের মত করে কাটাবেন না, ছোটবেলা থেকে তাকে মহিলা সূলভ লম্বা চুল

www.dawateislami.net

রাখার মানসিকতা সম্পন্ন করে তৈরী করুন। ❁ সুন্নাত হচ্ছে যদি মাথায় চুল থাকে, তবে মধ্যখানে সিঁথী কাটা। (প্রাগুক্ত) ❁ আজ-কাল কাঁচি বা মেশিনের মাধ্যমে মানুষ কোথাও বড় কোথাও ছোট করে কিছু (বিধর্মীদের) কাটিং করতে দেখা যায়, এমন চুল রাখা সুন্নাত নয়। ❁ নিচের ঠোঁট এবং এর মধ্যবর্তী স্থানের পশমের আশে পাশের চুল মুন্ডানো অথবা উপড়িয়ে ফেলা বিদয়াত। (আলমগিরী, ৫/৩৫৮) ❁ দাঁড়ি অথবা মাথায় মেহেদী লাগিয়ে শয়ন করা উচিত নয়, এক হাকীমের বর্ণনায় এসেছে এভাবে মেহেদী লাগিয়ে শয়ন করার ফলে মাথা ও অন্য বস্তুর গরম তাপ চোখে নেমে আসে, যা দৃষ্টি শক্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ❁ মেহেদী ব্যবহারকারীর গোফ এবং দাঁড়ির খতের কিনারায় দাঁড়িগুলো অল্প সময়ে সাদা ভাব প্রকাশ পায়, যা দেখতে সুন্দর দেখায় না তাই যদিও বার বার সম্পূর্ণ দাড়িতে মেহেদী লাগানো সম্ভব না হয়, শুধুমাত্র যেখানে সাদা চুলের প্রকাশ পায় সেখানে প্রত্যেক চার দিন পর পর ঐ সমস্ত জায়গায় যেখানে সাদা চুল দৃষ্টিপাত হয়, সেখানে সামান্য সামান্য মেহেদী লাগিয়ে দেয়া উচিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

খুব খুদ দাড়িয়াঁ, অউর খোশ আখলাখিয়াঁ,　　আয়ে সিখ লেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net